সম্পদ ও সাম্রাজ্যবাদ

কল্লোল মোস্তফা

এক.

সত্তরের দশকের শেষের দিকে বহুজাতিক তেল কোম্পানি এক্সনমোবিল মধ্য আফ্রিকার প্রজাতন্ত্র চাদের দক্ষিণাঞ্চলে তার স্থানীয় শাখা Esso এক্সপ্লোরেশন ও প্রোডাকশন কোম্পানির মাধ্যমে তেলের সন্ধান পায়। এরপর ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিগ্যান প্রশাসনকে ব্যবহার করে ফরাসি প্রতিযোগীদের হটিয়ে মাত্র ১২.৫% রয়ালটি ও ৫০% ট্যাক্সের শর্তে এক্সনমোবিলের নেতৃত্বে বহুজাতিক তেল কোম্পানির একটি কনসোর্টিয়ামের সাথে চাদ সরকারের চুক্তি হয়।

চাদের মতো দরিদ্র ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল একটি দেশে বিনিয়োগের 'বাড়তি ঝুঁকি' নেয়ার পুরস্কার হিসেবে রয়ালটি ছাড়াও চুক্তিটিতে বাড়তি একটি স্ট্যাবিলিটি ক্লজ যুক্ত করা হয়। চুক্তির আর্টিকল ৩৪.৩ অনুসারে চাদ সরকার ভবিষ্যতে এমন কোনো আইন পাস করতে পারবে না, যা এক্সনমোবিল ও অন্যান্য কোম্পানির মুনাফা হ্রাস করে বা বিনিয়োগের কোনো ক্ষতি করতে পারে!

শুধু তা-ই নয়, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে চাদ সরকারকে বাধ্য করা হলো বিশ্বব্যাংকের সাথে নজিরবিহীন একটি চুক্তি সম্পন্ন করতে, যে চুক্তি অনুসারে তেল বিক্রির টাকা চাদ সরকার সরাসরি পাবে না, তেল কোম্পানির কাছ থেকে রয়ালটি ও ট্যাক্সের অর্থ প্রথমে যাবে বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকা লন্ডনের একটি অ্যাকাউন্টে, তারপর বিশ্বব্যাংকের শর্ত মেনে চাদের সরকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি) বিনিয়োগ করবে।

এই চুক্তি সম্পর্কে বলা হলো, বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে তেলের অর্থ ব্যয় করে সম্ভাব্য 'রিসোর্স কার্স' বা সম্পদের অভিশাপ থেকে চাদের জনগণকে মুক্ত রাখাই এর উদ্দেশ্য। অথচ বিশ্বব্যাংকের নথিপত্র থেকে দেখা যায়, বহুজাতিক কনসোর্টিয়ামের বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্যই নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বব্যাংকের সাথে এক্সনের আলোচনা শুরু হয়। আসলে চাদ থেকে উত্তোলিত তেল যদি বিশ্ববাজারে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিফাইনারিগুলোর কাছে রপ্তানি করতে হয় তাহলে চাদ থেকে ক্যামেরুন পর্যন্ত একটি পাইপলাইন নির্মাণ করে পাইপলাইনের মাধ্যমে আটলান্টিক উপকূলে নেয়ার প্রয়োজন। এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় পাইপলাইন নির্মাণের অর্থ হলো গোটা প্রকল্পের রাজনৈতিক ও সামরিক ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া। তাছাড়া তেলে কূপ খনন ও পাইপলাইন নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ, জনসাধারণের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন, পরিবেশের ক্ষতি ইত্যাদির কারণে বিরূপ সমালোচনারও মুখোমুখি হতে হবে এক্সনকে। এই বিষয়গুলো সামলানোর জন্যই 'সম্পদের অভিশাপ' থেকে চাদের জনগণকে মুক্ত রাখার অজুহাতে এই তেল উত্তোলন ও পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা হলো বিশ্বব্যাংককে।

একটি গণবিরোধী সরকার নিজের নিরাপত্তা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্য, কমিশন ইত্যাদির বিনিময়ে কেমন করে শুধু দেশের তেল সম্পদই নয়, একেবারে দেশের সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত বহুজাতিক কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিতে পারে তার একটা নজির বলা যেতে পারে এই ঘটনাটিকে। চাদের গোটা দক্ষিণ অংশ চলে যায় বহুজাতিক এক্সনমোবিলের হাতে, ডোবা বেসিনের তেলকূপ এলাকার নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের বহর দেখে খোদ এক্সনমোবিলের কর্মীরাই একে আফ্রিকার গুয়ানতানামো বে বলে ডাকতে শুরু করে। চাদের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস গোল্ডওয়েইট তেল উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর চাদের দক্ষিণ অঞ্চল সম্পর্কে মন্তব্য করে : "সরকার Esso-র (এক্সনমোবিলের স্থানীয় সাবসিডিয়ারি) কাছে দক্ষিণ অঞ্চলের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ কতটা ছেড়ে দিয়েছে! সার্বভৌমত্ব না থাকার মতোই ... Esso কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই নিজের প্রয়োজনটা আদায় করে ছাড়ে; Esso তো দক্ষিণ অঞ্চলে রাজত্ব করছে।"[১]

রিসোর্স কার্স বা সম্পদের অভিশাপ থেকে চাদ প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে প্রকল্পের শুরু থেকেই ব্যাপক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। তেল বিক্রির অর্থ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করার কথা বলা হলেও বিশ্বব্যাংকের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, প্রাপ্ত অর্থের বেশিরভাগই (৬০%) ব্যয় করা হয়েছে স্রেফ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে, যেখানে দুর্নীতি-লুটপাটের কথা বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করেছে।

"...The bulk of the receipts (about 60 percent) were used for road construction, awarded following competitive bidding. An inspection conducted by the Collège de Contrôle et de Surveillance des Resources Pétrolieres (CCSRP, the Oversight Committee on the Management of Petroleum Resources) on the use of the petroleum proceeds during 2004 (published in July 2005) underlined the weaknesses of the Public Finance Management already identified in the preparation of the Action Plan for Modernization of the Public Financial Management (PAMFIP), as well as a number of irregularities in procurement procedures notably, noncompetitive award of contracts, inflated invoices, non-delivery of goods as well as delivery of goods significantly below specifications."[২]

২০০৩ সালে তেল উত্তোলন শুরুর দুই বছরের মাথায় তেল বিক্রির অর্থ কোন খাতে কত ব্যয় হবে তা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সাথে চাদ সরকারের বিবাদ বাধে। বিশ্বব্যাংক একপর্যায়ে ২০০৬ সালে চাদ সরকারকে তেল বিক্রির অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, এক্সনমোবিলের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম বিনিয়োগ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এ রকম একটা অবস্থায় বিশ্বব্যাংক-চাদ-এক্সনমোবিলের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য যথারীতি হাজির হয় মার্কিন প্রশাসন।[৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি ডন ইয়ামামতো কনডোলিৎসা রাইসের চিঠি নিয়ে চাদের প্রেসিডেন্ট ইদরিস ডেবির সাথে সাক্ষাৎ করে।[৪]

এক্সনমোবিলের মতো কোম্পানিগুলো যদিও প্রকাশ্যে মার্কিন প্রশাসনের সাথে সম্পর্ককে অস্বীকার করে এবং কেবল শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষাই কোম্পানির

প্রধান কাজ বলে দাবি করে, বাস্তবে দেখা যায় মার্কিন প্রশাসন ও এক্সনমোবিলের মতো বহুজাতিক কোম্পানি পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। এক্সনমোবিলের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন চাদ সরকারের উপর মার্কিন প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তেমন এক্সনমোবিলেরই এক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন অনুযায়ী এক্সনমোবিলের কারণে স্রেফ চাদ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক ২৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল, হাজারো মার্কিন নাগরিকের কর্মসংস্থান ও বিলিয়ন ডলার মুনাফা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে।[৫]

অর্থাৎ এক্সনমোবিলের মতো বহুজাতিকের ক্রমবর্ধমান মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য যেমন মার্কিন প্রশাসনের সহায়তা প্রয়োজন, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি খাতে আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের জন্যও প্রয়োজন এক্সনমোবিলের মতো বহুজাতিকের। যে কারণে এক্সনমোবিলের বিনিয়োগ শুরু হওয়ার সময় থেকে চাদে সিইআইএর স্টেশন স্থাপন করা হয়, সে কারণেই ২০০৬ সালেই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপে বিশ্বব্যাংকের সাথে চাদ সরকারের আবার সমঝোতা হয়। কিন্তু এই আয়োজনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তা কিংবা বহুজাতিক তেল কোম্পানির বিলিয়ন ডলার মুনাফা নিশ্চিত হলেও চাদের জনগণের কোনো উন্নয়ন হয়নি। প্রকল্পের ব্যর্থতার দায় চাদ সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে বিশ্বব্যাংক ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্প থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় :

"Over the years, Chad failed to comply with key requirements of this agreement. A new agreement was signed in 2006, but once again the government did not allocate adequate resources critical for poverty reduction in-education, health, infrastructure, rural development and governance. Regrettably, it became evident that the arrangements that had underpinned the Bank's involvement in the Chad/Cameroon pipeline project were not working. The Bank therefore concluded that it could not continue to support this project under these circumstances."[৬]

প্রকল্প শুরুর সময় ২০০০ সালে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ১৭৪টি দেশের মধ্যে চাদের অবস্থান ছিল ১৬৭ এবং গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর। আর ২০০৬ সালে উন্নয়ন নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানব উন্নয়ন সূচক দাঁড়িয়েছে ১৭৭টি দেশের মধ্যে ১৭১ এবং গড় আয়ু কমে হয়েছে ৪৪ বছর।

পুরো প্রকল্প ব্যর্থ হলেও বিশ্বব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট কিন্তু অর্জিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"Private Sector ownership and control over the oil fields and Pipelines (barring minority government share) . The target has been achieved."[৭]

তেলক্ষেত্র এবং পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি খাতের (অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে) হাতে তুলে দেয়ার যে টার্গেট বিশ্বব্যাংকের ছিল তা অর্জিত হয়েছে!

প্রকল্প শুরুর সময় ২০০০ সালে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ১৭৪টি দেশের মধ্যে চাদের অবস্থান ছিল ১৬৭ এবং গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর। আর ২০০৬ সালে উন্নয়ন নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানব উন্নয়ন সূচক দাঁড়িয়েছে ১৭৭টি দেশের মধ্যে ১৭১ এবং গড় আয়ু কমে হয়েছে ৪৪ বছর।

দুই.

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' শীর্ষক রচনায় বলেছিলেন : "অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে জন্ম নেয় উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, তার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে এই কেন্দ্রীভবন পৌঁছায় একচেটিয়ায়...।"[৮]

খেয়াল রাখা দরকার, এই একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা মনোপলি ক্যাপিটালিজমের সর্বশেষ বিকশিত রূপ হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেশন, লেনিন তাঁর আলোচনায় এগুলোকে 'অতিকায় একচেটিয়া সংঘ', কার্টেল, ট্রাস্ট ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছিলেন। তো একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে এই অতিকায় একচেটিয়া সংঘের–

"কেন্দ্রীভবনটা এমন সীমায় পৌঁছেছে যে, নির্দিষ্ট দেশটির, এমনকি পরে আমরা দেখতে পাব, একসারি দেশে, সারা দুনিয়ার কাঁচামালের (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লৌহখনির) সমস্ত উৎসের একটা আনুমানিক হিসাব করা সম্ভব হচ্ছে। এ রকম হিসাব শুধু করাই হচ্ছে না, অতিকায় একচেটিয়া সংঘগুলো এই উৎসগুলোকে নিজেরা কুক্ষিগত করছে। বাজারের আয়তনেরও একটা আনুমানিক হিসাব করা হচ্ছে এবং এই সংঘগুলো চুক্তি করে নিজেদের ভেতরে তা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে।"[৯]

পুঁজিবাদের বিকাশের এই পর্যায়টিকেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন–"সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের বিকাশের সেই পর্যায়, যেখানে একচেটিয়া কারবার ও ফিনান্স পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, পুঁজির রপ্তানি যেখানে একটা অতি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে, শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক ট্রাস্টগুলোর মধ্যে বিশ্বের ভাগ-বাটোয়ারা এবং বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে ভূগোলকের সমস্ত অঞ্চলের বাটোয়ারা সমাপ্ত হয়েছে।"[১০]

কাজেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে একচেটিয়া কারবার, অতিকায় একচেটিয়া সংঘ, আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট বা হালের বহুজাতিক কর্পোরেশনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই একচেটিয়া কর্পোরেশনগুলোর আধিপত্যের জন্য আবার প্রয়োজন কাঁচামালের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ। লেনিন দেখিয়েছেন : "সর্বাধুনিক পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বৃহত্তম উদ্যোক্তাদের একচেটিয়া জোটের আধিপত্য। এই ধরনের একচেটিয়া সবচেয়ে পাকা হয় যখন কাঁচামালের সমস্ত উৎসই জমা হয় এক দলের হাতে; আমরা দেখেছি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতার সমস্ত সুযোগ কেড়ে নেবার জন্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ, লৌহখনি, তৈলখনি ইত্যাদি কিনে নেবার জন্য কী জেদের সঙ্গে পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক জোটগুলো তাদের প্রয়াস চালায়।"[১১]

হ্যারি ম্যাগডফ তাঁর 'আমেরিকান এম্পায়ার অ্যান্ড দ্য ইউএস ইকোনমি' লেখায় দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্য ধরে রাখার জন্য কাঁচামালের বৈদেশিক উৎসের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বাজারের উপর দখল বজায় রাখার জন্য কাঁচামালের উপর নিয়ন্ত্রণ ভীষণ জরুরি। এর ফলে প্রথমত, কাঁচামালের মূল্য ও বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান প্রতিযোগী

কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় তার পক্ষে বাজারের মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, কাঁচামালের উপর এই ধরনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে অন্য কোনো কর্পোরেশন বা রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভাবের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।[১২]

মনোপলি বা একচেটিয়ার এই স্তরে কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের তাগিদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, সাম্রাজ্যবাদের 'ফাইনান্সিয়াল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ারের' ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ শুধু বহুজাতিক কর্পোরেশনের একচেটিয়া মুনাফার জন্যই জরুরি নয়, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যও জরুরি।

এদুয়ার্দো গালিয়ানো তাঁর 'ওপেন ভেইনস অব ল্যাটিন আমেরিকা' গ্রন্থে চমৎকার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, 'ফুসফুসের যেমন বাতাস দরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেমন দরকার ল্যাটিন আমেরিকার খনিজ সম্পদ।' তিনি লিখেছেন : "পেট্রোলিয়াম এখনো দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জ্বালানি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের সাত ভাগের এক ভাগই আমদানি করতে হয়। ভিয়েতনামিদের খুন করার জন্য বুলেট দরকার আর বুলেটের জন্য দরকার তামা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত তামা ব্যবহার করে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই তাকে আমদানি করতে হয়। জিংক বা দস্তার অভাবে দুশ্চিন্তা বাড়ে; অর্ধেকেরও বেশি আসে বিদেশ থেকে। অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া উড়োজাহাজ বানানো যায় না এবং বক্সাইট ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা যায় না; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বক্সাইটের খনি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র পিটসবার্গ, ক্লিভল্যান্ড ও ডেট্রয়েট, যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঞ্চল থেকে পর্যাপ্ত লৌহ আকরিক সরবরাহ পায় না এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ম্যাঙ্গানিজ মজুদ নেই; এক-তৃতীয়াংশ লোহা এবং প্রয়োজনীয় ম্যাঙ্গানিজের পুরোটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমদানি করতে হয়। জেট ইঞ্জিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নিকেল বা ক্রোমিয়ামও যুক্তরাষ্ট্রের নেই। বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরিতে ট্যাংস্টেন প্রয়োজন আর তার এক-চতুর্থাংশই যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ..বৈদেশিক কাঁচামাল সরবরাহের উপর এই ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে ল্যাটিন আমেরিকায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী মার্কিন পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংযোগও ক্রমাগত বাড়ছে।"[১৩]

তিন.

উপনিবেশের যুগে সাম্রাজ্যবাদ তার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত সরাসরি দখলদারিত্বের মাধ্যমে, সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। বর্তমান নয়া ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োজনে যে যুদ্ধে যায় না

ভিয়েতনামিদের খুন করার জন্য বুলেট দরকার আর বুলেটের জন্য দরকার তামা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত তামা ব্যবহার করে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই তাকে আমদানি করতে হয়। জিংক বা দস্তার অভাবে দুশ্চিন্তা বাড়ে; অর্ধেকেরও বেশি আসে বিদেশ থেকে। অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া উড়োজাহাজ বানানো যায় না এবং বক্সাইট ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা যায় না; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বক্সাইটের খনি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র পিটসবার্গ, ক্লিভল্যান্ড ও ডেট্রয়েট, যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঞ্চল থেকে পর্যাপ্ত লৌহ আকরিক সরবরাহ পায় না এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ম্যাঙ্গানিজ মজুদ নেই

তা নয়, তবে বর্তমান সময়ে সরাসরি দখলদারিত্ব তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান বা একমাত্র উপায় নয়। বর্তমান নয়া ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালের উৎসের উপর দখলদারিত্ব বজায় রাখে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে স্থানীয় শাসক বুর্জোয়ারা কমিশনের বিনিময়ে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদের নানা সহায়তাপ্রাপ্তির বিনিময়ে বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে জাতীয় সম্পদ ও কাঁচামালের উৎসের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়। এক্ষেত্রে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয় স্থানীয় পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাবকে।

কিন্তু বহুজাতিক কর্পোরেশন তো সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয় যে সরাসরি রাষ্ট্রের কথায় উঠবে-বসবে। কর্পোরেশনকে প্রথমত তার শেয়ারহোল্ডারের কাছে, বোর্ড অব ডিরেক্টরদের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। যে কোনো পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতোই তার প্রধান লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ব্যবসায়িক স্বার্থ কি কোনো বহুজাতিক কর্পোরেশন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কথিত 'জাতীয় স্বার্থে' বা 'জাতীয় নিরাপত্তা'র প্রশ্নে ক্ষতিগ্রস্ত করতে রাজি হবে? উল্টোভাবে, বহুজাতিক কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কি 'জাতীয় নিরাপত্তা', সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল করার ঝুঁকি নেবে? তাহলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে তেলের জন্য ইরাক-আফগানিস্তান-লিবিয়া আগ্রাসনের মোটিভ কী? সারা দুনিয়ায় মার্কিন দূতাবাসগুলোর মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশনের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের ভূমিকা পালনেরই বা মাজেজা কী? সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সম্পদশালী দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাজার বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য যেসব দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি, নীতিমালা, কাঠামোগত সংস্কার করা হয় তারই বা উদ্দেশ্য কী?

ড্যান নাবুদেয়ারে তাঁর 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ইম্পিরিয়ালিজম' গ্রন্থে বলেছেন : "আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র এই একচেটিয়া কর্পোরেশনগুলোর বোর্ড অব ডিরেক্টর ছাড়া আর কিছুই না।"[১৪] আবার বাদে ওনিমোরে তাঁর 'ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন : এ কেস স্টাডি অব নাইজেরিয়া' শীর্ষক গবেষণায় এ বিষয়ে বলেছেন–"হাল আমলে সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক স্তরে নাইজেরিয়াসহ সর্বত্রই অতিকায় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সাম্রাজ্যবাদের বেসিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যে প্রক্রিয়ায় শোষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তা অনুধাবন করার জন্য তাই এই 'মনোপলি হাঙরগুলোর' কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা জরুরি।"[১৫]

নাইজেরিয়ার লেখক ও. ই. উডোফিয়া তাঁর 'ইম্পিরিয়ালিজম ইন আফ্রিকা : আ কেস স্টাডি অব মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস' শীর্ষক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন : "বহুজাতিক কর্পোরেশন বিশ শতকের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ একটি শক্তি হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর চরিত্র ও সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী, বিশেষত আফ্রিকার দেশগুলোতে? হতে পারে এসব কোম্পানি বহুজাতিক এই অর্থে যে, এরা একাধিক আফ্রিকান দেশে কাজ করে এবং এদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের তৎপরতা শুধু যার যার সাবসিডিয়ারির জন্যই নয়, গোটা বহুজাতিক কোম্পানির কথা মাথায় রেখেই পরিচালিত হয়...কিন্তু এভাবে বহুজাতিকের যখন সংজ্ঞায়ন করা হয় তখন মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত বহুজাতিক কর্পোরেশনের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ একটি দেশের হাতেই থাকে...কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় থাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কেন্দ্রে এবং এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপকরা সাধারণত বহুজাতিক কর্পোরেশনের পিতৃদেশের নাগরিক...এই বৃহৎ কর্পোরেশনগুলো আফ্রিকা থেকে নিজ নিজ পিতৃদেশে কাঁচামাল রপ্তানি করে এবং মূল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত আফ্রিকানদের হাতে দেয়া হয় না।...

"এই কর্পোরেশনগুলো নাইজেরিয়ার তেল এবং তেল পরিশোধন করে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য আফ্রিকা ও পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করে। পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের পরস্পর সম্পর্কিত এই প্রক্রিয়া বহুজাতিক কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে। লেনিনের ভাষায় এ হলো 'একচেটিয়া পুঁজিবাদ'। আরেক দিক থেকে, এটা সাম্রাজ্যবাদী, কারণ বহুজাতিক কর্পোরেশন আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের দেশের উৎপাদিত পণ্যের কী গতি হবে তারও নির্দেশনা দিচ্ছে।"[১৬]

আসলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর সম্পর্ক হলো পারস্পরিক মিথোজীবিতার (সিমবায়োটিক)। বহুজাতিক কর্পোরেশনের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্য, কাঁচামালের উৎসের দখল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নানান সহায়তা প্রয়োজন, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বজায় রাখার জন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করা দরকার। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো যেমন তাদের বোর্ড অব ডিরেক্টর কিংবা লবিস্টদেরকে নানাভাবে স্পন্সর করে নানা রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী পদে আসীন করার কাজটি করে, তাদেরকে দিয়ে সময় সময় বিভিন্ন আইন পাস করায়, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও ভিন্ন ভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফামুখী কর্মকাণ্ডকে নানান আইন, নীতিমালা, ভর্তুকি ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ স্বার্থের (জেনারেল ইন্টারেস্ট) সাথে বেঁধে রাখে।

বর্তমান নয়া ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োজনে যে যুদ্ধে যায় না তা নয়, তবে বর্তমান সময়ে সরাসরি দখলদারিত্ব তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান বা একমাত্র উপায় নয়। বর্তমান নয়া ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালের উৎসের উপর দখলদারিত্ব বজায় রাখে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে স্থানীয় শাসক বুর্জোয়ারা কমিশনের বিনিময়ে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদের নানা সহায়তাপ্রাপ্তির বিনিময়ে বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে জাতীয় সম্পদ ও কাঁচামালের উৎসের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়। এক্ষেত্রে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয় স্থানীয় পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাবকে।

আলোচনার শুরুতে চাদ, এক্সনমোবিল, বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থের টানাপোড়েনের যে কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট। চাদের তেল এক্সনমোবিলের দরকার মুনাফার জন্য। আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দরকার তার জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য, নাগরিকদের কর্মসংস্থানের জন্য, চাদের অর্থনীতি-রাজনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা তার তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থেও প্রয়োজন। আবার চাদের গণবিরোধী স্বৈরশাসকের মার্কিন প্রশাসনের আনুকূল্য দরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, চাদের তেল বিক্রির অর্থ দরকার লুটপাটের জন্য, বিরোধীপক্ষকে দমনের প্রয়োজনীয় অস্ত্র কেনার অর্থের জোগানের জন্য।

চার.

একটি দেশের শিল্প ও অর্থনীতির স্বাধীন-স্বকীয় বিকাশের জন্য কাঁচামাল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সস্তায় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে লাগবেই। কাজেই কোনো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ তার শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তার বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না, বিপুল মুনাফার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

এ কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের শিল্পের স্বাধীন বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ রুদ্ধ করে, মূলত শিল্পপণ্য আমদানি ও কাঁচামাল রপ্তানি নির্ভর পরনির্ভরশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত করে। উন্নয়ন মানেই বিদেশি বিনিয়োগ, বেসরকারীকরণ, বাজার উদারীকরণ–এ রকম একটা ঐকমত্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংশ্লিষ্ট দেশটির স্থানীয় বুর্জোয়া শাসকদের ভিত্তিও গড়ে ওঠে মূলত কাঁচামাল ও একটি-দুটি পণ্য রপ্তানি এবং শিল্পপণ্য আমদানিনির্ভর অর্থনীতির উপর। আমদানি-রপ্তানি, কমিশন, লুটপাট, চোরাচালান, কালোবাজারি ইত্যাদি যেহেতু সেই লুটেরা বুর্জোয়াদের মূল ভিত্তি, ফলে দেশের শিল্প ও অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশ এবং সেহেতু কাঁচামাল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার তার এজেন্ডার মধ্যে থাকে না। ফলে সাম্রাজ্যবাদের হাতে জাতীয় সম্পদ তুলে দেয়ার বিনিময়ে নিজস্ব ব্যক্তিগত/ গোষ্ঠীগত/ শ্রেণিগত সুবিধা আদায়ে এই লুটেরা বুর্জোয়া শ্রেণির কোনো আপত্তি থাকে না।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের পরামর্শে বিদেশি বিনিয়োগের নামে দেশের জ্বালানি ও

খনিজ সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে। পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাবের কথা বলে উল্টো পুঁজি পাচার এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ধ্বংস করতে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশের বদলে দুর্বল করতে। এদেশের স্থলভাগের প্রাকৃতিক গ্যাস বহুজাতিক কোম্পানির কাছে ইজারা দেয়া হয়েছে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে রেখে বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে নিজেদের গ্যাস বেশি দামে কেনা হয়েছে এবং হচ্ছে, এমনকি ২০০০-০১ সালের দিকে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস বহুজাতিক শেভরন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাইপলাইনের মাধ্যমে রপ্তানি করারও পরিকল্পনা করেছে, যদিও জাতীয় কমিটি দেশপ্রেমিক জনগণকে সাথে নিয়ে সেই গ্যাস রপ্তানি তখন ঠেকিয়েছিল।

একইভাবে বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের কথা বলে বহুজাতিক এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লা খনন করে উত্তোলিত কয়লা বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করেছিল। কমিশনভোগী শাসকদের তাতে সায় থাকলেও, ফুলবাড়ীর জনগণকে সাথে নিয়ে জাতীয় কমিটি সেই পরিকল্পনাও ঠেকিয়ে দিয়েছে। স্থলভাগের পর বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার গ্যাস ব্লকগুলোও পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাবের কথা বলে মার্কিন ও ভারতীয় কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে।

পাঁচ.

একচেটিয়া পুঁজিবাদের এই যুগে সাম্রাজ্যবাদ তার ক্রমাগত বিকাশ ও আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারিত্ব বজায় রাখতে চাইবে, আরো বাড়াতে চাইবে। স্থানীয় বুর্জোয়ারাও ব্যক্তিগত/গোষ্ঠীগত/শ্রেণিগত স্বার্থে তাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পুঁজির অবিরাম পুঞ্জীভবন করতে গিয়ে কত মানুষ উচ্ছেদ হলো, প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস হলো কি হলো না, দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজল কি না, তাতে তাদের কিছুই যায়-আসে না। এর বিপরীতে, সারা দুনিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য, লুণ্ঠন ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইও চলতে থাকবে। এর মধ্যেই বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলাসহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যাবাদ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে প্রাকৃতিক সম্পদসহ শিল্প-কৃষি-অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্থানীয় দোসর বুর্জোয়াদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্তির লড়াই কতটা বেগবান হয় তার উপর।

কল্লোল মোস্তফা: প্রকৌশলী, প্রাবন্ধিক।
ইমেইল: Kallol_mustafa@yahoo.com

তথ্যসূত্র :

১. প্রাইভেট এম্পায়ার : এক্সনমোবিল অ্যান্ড আমেরিকান পাওয়ার–স্টিভ কোল, ২০১২, পেঙ্গুইন, পৃষ্ঠা-১৭০

২. Implementation Completion Report, World Bank, 2006, Report no-36560-TD

http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/09/19/000020439_20070919092427/Rendered/PDF/36560.pdf

৩. The World Bank Involvement in the Oil Project: From Great Expectations to DisillusionÑBy T. Rousselin

http://www.geosint.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=73&73f7ce3fc219677a35dbd9862b113a68=c1a7a9798b6674b76ab28d0d83a00101

৪. প্রাইভেট এম্পায়ার : এক্সনমোবিল অ্যান্ড আমেরিকান পাওয়ার–স্টিভ কোল, ২০১২, পেঙ্গুইন, পৃষ্ঠা-৩৬৫

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৩

৬. World Bank Statement on Chad-Cameroon Pipeline, September 9, 2008.

৭. Implementaion Completion Report, World Bank, 2006, Report no-36560-TD

৮. লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী-৪, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪১

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৮

১২. ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড আন্ডারডেভেলপমেন্ট : আ রিডার, মান্থলি রিভিউ প্রেস, পৃষ্ঠা-৩৬

১৩. ওপেন ভেইনস অব ল্যাটিন আমেরিকা, মান্থলি রিভিউ প্রেস, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫

১৪. পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ইম্পিরিয়ালিজম, জেড প্রেস, পৃষ্ঠা-২০৬

১৫. জার্নাল অব ব্ল্যাক স্টাডিজ, ভলিউম-৯, নং-২, ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-২০৭

১৬. জার্নাল অব ব্ল্যাক স্টাডিজ, ভলিউম-১৪, নং-৩, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৩৫৩-৩৬৮